চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ:০১.০২.২০২৬

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

স্টেশন রোডে রাস্তা দখল করে যত্রতত্র মালামাল রাখায় দোকান মালিকদের কঠোর হুঁশিয়ারি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেনের

চট্টগ্রাম নগরীর ব্যস্ততম বাণিজ্যিক এলাকা স্টেশন রোডে রাস্তা ও ফুটপাত দখল করে যত্রতত্র মালামাল রাখায় দোকান মালিকদের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। মেয়র বলেন, স্টেশন রোড এলাকায় ব্যবসায়ীদের অসচেতনতার কারণে যানজট বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পথচারীদের চলাচলে মারাত্মক ভোগান্তি সৃষ্টি হচ্ছে। জনসাধারণের চলাচলের জন্য নির্ধারিত রাস্তা কোনোভাবেই দোকানের মালামাল রাখার স্থান হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।ডা. শাহাদাত হোসেন আরও বলেন, “রাস্তা জনগণের সম্পদ। কেউ যদি ব্যক্তিগত স্বার্থে রাস্তা দখল করে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কোনো ধরনের ছাড় দেওয়া হবে না।”তিনি জানান, স্টেশন রোডসহ নগরীর গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলোতে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হবে এবং রাস্তা ও ফুটপাত দখলমুক্ত রাখতে মোবাইল কোর্ট ও উচ্ছেদ কার্যক্রম জোরদার করা হবে। মেয়র ব্যবসায়ী ও ভবন মালিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, নগর শৃঙ্খলা ও যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে সবাইকে দায়িত্বশীল হতে হবে। পরিচ্ছন্ন, শৃঙ্খলিত ও বাসযোগ্য চট্টগ্রাম গড়তে নাগরিকদের সম্মিলিত সহযোগিতা প্রয়োজন।

বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্য রক্ষায় পিঠা উৎসবের আয়োজন বাড়াতে হবে: মেয়র ডা. শাহাদাত

বাঙালি সংস্কৃতির হারিয়ে যেতে বসা ঐতিহ্য সংরক্ষণে পিঠা উৎসবের মতো আয়োজন আরও বিস্তৃত করার আহ্বান জানিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। শনিবার রাতে পাঁচলাইশ আবাসিক এলাকা কল্যাণ সমিতির আয়োজনে এবং চৌধুরী সুইটসের সৌজন্যে অনুষ্ঠিত “পিঠা উৎসব”-এ প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র এসব কথা বলেন। মেয়র বলেন, “গ্রামবাংলার বহু ঐতিহ্যবাহী পিঠা-পুলি আজ হারিয়ে যেতে বসেছে। নতুন প্রজন্মের কাছে এসব ঐতিহ্য তুলে ধরতে হলে এই ধরনের পিঠা উৎসব নিয়মিত আয়োজন করা প্রয়োজন। পিঠা শুধু খাবার নয়, এটি আমাদের সংস্কৃতি, আবেগ ও শিকড়ের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই ধরনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আয়োজন আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধনকে দৃঢ় করে। পাঁচলাইশের মতো অভিজাত ও জনবহুল এলাকায় এমন উৎসব আয়োজন সত্যিই প্রশংসনীয় উদ্যোগ।” বক্তব্যে মেয়র চট্টগ্রাম নগরীর চলমান উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বলেন, “পাঁচলাইশ এলাকাকে অচিরেই জলাবদ্ধতামুক্ত করা হবে। জলাবদ্ধতা নিরসনে প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত কাজ দ্রুত বাস্তবায়নের আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে।” অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন:পাঁচলাইশ আবাসিক এলাকা কল্যাণ সমিতির সভাপতি মো. আইয়ুব, সহসভাপতি নুর মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক মো. আবু সাঈদ সেলিম, উপ-পুলিশ কমিশনার কাজী আব্দুর রহিম, এবং সমিতির কার্যকরী পরিষদের সদস্যবৃন্দ ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

গ্রীন চট্টগ্রাম গড়তে লাগানো হচ্ছে ১০ লক্ষ গাছ: মেয়র ডা. শাহাদাত

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে এবং বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সহযোগিতায় পরিবেশের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে ১০ লক্ষ গাছ রোপণ করা হচ্ছে, জানিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। রোববার দেওয়ানহাট ওভারব্রিজের সৌন্দর্যবর্ধন ও সবুজায়ন প্রকল্পের উদ্বোধনকালে এ তথ্য জানান মেয়র। প্রকল্পের অংশ হিসেবে বিভিন্ন ফুল, ফল ও ঔষধি গাছ লাগানো হয়েছে।

মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, “ক্লিন ও গ্রিন চট্টগ্রাম গড়ার লক্ষ্যে নগরীর পরিবেশের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে ১০ লক্ষ গাছ রোপণের কাজ করছি। নগরীর প্রতিটি ওয়ার্ডকে সবুজায়নের মাধ্যমে সৌন্দর্যমণ্ডিত করার কাজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের অর্থায়নের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনকেও কাজে লাগানো হচ্ছে। নগরীর বিভিন্ন সড়ক ও মিড-আইল্যান্ডের গাছের পরিচর্যা নেওয়া হচ্ছে এবং নতুন গাছ লাগানো হচ্ছে।”তিনি বলেন,“চট্টগ্রাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং পাহাড়ি অঞ্চলগুলোর জন্য পরিচিত। এখানে গাছের গুরুত্ব আরও বেশি। শহরের দ্রুত বৃদ্ধির সঙ্গে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। পাহাড়ি এলাকার গাছপালা শুধু পরিবেশের সৌন্দর্যই বৃদ্ধি করে না, তা ভূমি ক্ষয় রোধ, বন্যা ও ভূমিধস প্রতিরোধেও গুরুত্বপূর্ণ। নগরীর আশপাশের বনভূমি ও সবুজ অঞ্চল রক্ষা করা, নদী ও সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় গাছ রোপণ করা, সবই চট্টগ্রামের পরিবেশ ও বাসযোগ্যতা উন্নত করতে সহায়তা করে। গাছ কেবল পরিবেশের শোভা নয়, শহরের জলবায়ু নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে এবং চট্টগ্রামকে আরও সবুজ, নিরাপদ ও বাসযোগ্য করে তোলে।”

মেয়র আরও বলেন, “প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা করতে হবে। বন উজাড়, পাহাড় কাটা এবং গাছ কাটা থেকে বিরত থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ধরনের কর্মকান্ড রোধে শক্তিশালী আইন প্রণয়ন এবং কঠোর বাস্তবায়ন জরুরি। উদাহরণস্বরূপ, কানাডার টরন্টো শহরে অনুমতি ছাড়া গাছ কাটলে ৩ থেকে ৪ লাখ টাকা জরিমানা আরোপ করা হয়। আমাদের দেশেও এমন বিধান থাকা প্রয়োজন, যাতে পরিবেশের ক্ষতি কমানো যায় এবং প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক শক্তিশালী হয়।”অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন : জনাব মইনূল হোসেন আলী চৌধুরী জয়,নগর পরিকল্পনা বিভাগ, জনাব খোন্দকার মোস্তাফিজুর রহমান (স্বত্বাধিকারী, Surma Advertisers), মুহতাসিম রহমান (সরোজ) (প্রকল্প স্থপতি ও সহকারী ব্যবস্থাপক, প্যাসিফিক জিন্স গ্রুপ), জনাব মোঃ আফাজুল্লাহ, জনাব খোন্দকার মেরাজুর রহমান প্রমুখ।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে গড়া হচ্ছে ১২ বর্জ্যাগার: মেয়র ডা. শাহাদাত

চট্টগ্রাম নগরীর বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে আধুনিক ও কার্যকর করতে ১২টি সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশন (এসটিএস) তথা দ্বিতীয় পর্যায়ের বর্জ্য স্থানান্তর কেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে, জানিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। মেয়র জানান, নগরীর পরিচ্ছন্নতা ব্যবস্থাকে আরও গতিশীল ও জনবান্ধব করতে পরিকল্পিতভাবে এসব এসটিএস নির্মাণ করা হচ্ছে। এসব কেন্দ্রের মাধ্যমে ওয়ার্ডভিত্তিক প্রাথমিক সংগ্রহ পয়েন্ট থেকে সংগৃহীত বর্জ্য সাময়িকভাবে সংরক্ষণ, বাছাই ও সংহত করে বৃহৎ পরিবহনযানে তুলে চূড়ান্ত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্থাপনায় পাঠানো হবে। এতে পরিবহন ব্যয় কমার পাশাপাশি নগরীর সড়ক ও জনবসতিতে ময়লার চাপও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে।

এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে রোববার সদরঘাট থানার পাশে একটি সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশন উদ্বোধন করেন মেয়র। তিনি জানান, সদরঘাটের পাশাপাশি কাজীর দেউড়ি বিএনপি কার্যালয় এলাকা, কাতালগঞ্জ, নাসিরাবাদ, মোহরার খেজুরতলা, দামপাড়া শিল্পকলা একাডেমি, দক্ষিণ বাকলিয়াসহ নগরীর মোট ১২টি স্থানে পর্যায়ক্রমে এই দ্বিতীয় পর্যায়ের বর্জ্য স্থানান্তর কেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মেয়র বলেন, “আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে—বর্জ্যগুলো এমনভাবে সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা করা, যাতে তা সাধারণ মানুষের চোখের আড়ালে থাকে। মানুষের চোখ ও নাক একসঙ্গে কোনো কিছুর সংস্পর্শে এলে দুর্গন্ধের অনুভূতি বেড়ে যায়। এটি একটি শারীরবৃত্তীয় বিষয়। আমরা এই বাস্তবতাকে বিবেচনায় নিয়ে পরিকল্পনা করেছি, যাতে শহরও পরিষ্কার থাকে, মানুষও দুর্গন্ধজনিত ভোগান্তি থেকে মুক্ত থাকে।” মেয়র আরও বলেন,“এই শহরকে পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব শুধু সিটি কর্পোরেশনের নয়। সবাইকে এই শহরকে নিজের শহর মনে করে এগিয়ে আসতে হবে। মিলেমিশে কাজ করলেই, ইনশাল্লাহ, আমরা একটি পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর চট্টগ্রাম গড়ে তুলতে পারব।”“দীর্ঘ প্রায় দুই থেকে আড়াই দশকের মধ্যে প্রথমবারের মতো চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ৭টি ব্যাকহোল লোডারসহ বড় আকারের যান-যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করেছে। পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম বেগবান করতে ৩০০ থেকে ৪০০ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। যদি তা বাস্তবায়ন করা যায়, তাহলে নগরীকে আরও পরিচ্ছন্ন ও বাসযোগ্য করে তোলা সম্ভব হবে।”অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন:চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও সচিব মো. আশরাফুল আমিন,প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন ইখতিয়ার উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী,ম্যালেরিয়া ও মশক নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা মো. শরফুল ইসলাম মাহি,নির্বাহী প্রকৌশলী আনু মিয়া,উপ-প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা প্রণব কুমার শর্মা,এসটিএস নির্মাণের সার্বিক সহযোগিতাকারী আর কে লিটন,কেওয়াই স্টিলের ডেপুটি ম্যানেজার শাহাদাত হোসেন,অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার অভিষেক সেনগুপ্তসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮